সফটএক্সপো ২০০৮

সফটওয়্যার শিল্পের মিলনমেলা

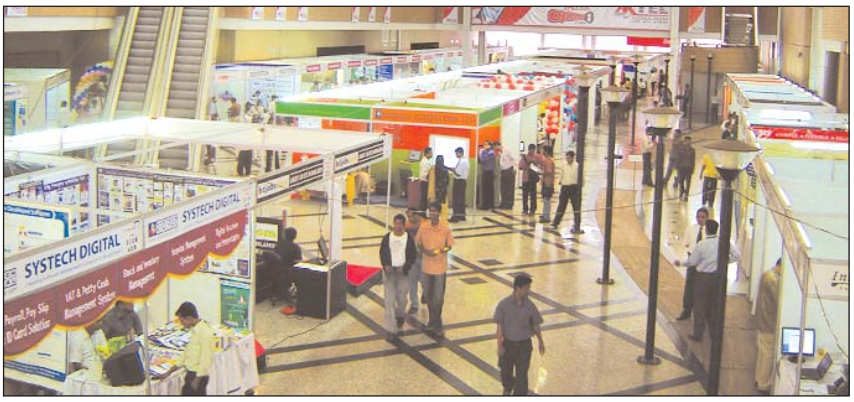

হাঁটি হাঁটি পা পা করে দেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাত আজ অনেকদূর এগিয়ে গেছে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি ও আইটি এনাবলড সার্ভিস খাতের সামর্থ্য প্রমাণিত হয়েছে। যদিও শুরুটা মোটেই সুখকর ছিল না। একদিকে দেশের ভোক্তাসাধারণের প্রাইরেসি সফটওয়্যারের প্রতি নির্ভরতা, অন্যদিকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দেশীয় সফটওয়্যার ব্যবহারের প্রতি অনাগ্রহ–সবমিলিয়ে দেশের সফটওয়্যার শিল্প ছিল খুবই নাজুক অবস্থানে। সরকারের সফটওয়্যার শিল্পকে থার্স্ট সেক্টর হিসাবে ঘোষণা এক্ষেত্রে তেমন কাজে আসেনি। এ রকম পরিস্থিতির মধ্যেই ২০০২ সালে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস) দেশীয় সফটওয়্যার শিল্প বিকাশের লক্ষ্যে সফটওয়্যার পণ্য ও সেবার প্রদর্শনী হিসাবে সফটএক্সপোর আয়োজন করে। বেসিসের এ আয়োজনটি ইতিমধ্যে দেশীয় পরিম লে যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছে। সফটএক্সপোর হাত ধরেই দেশের সফটওয়্যার খাত অনেকদূর এগিয়ে গেছে।

দেশের তথ্যপ্রযুক্তি ও আইটি এনাবলড সার্ভিস পণ্যসমূহের সবচেয়ে বড় প্রদর্শনী বেসিস সফটএক্সপো ২০০৮-এর পর্দা উঠছে আর কয়েকদিন পরেই। বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস)-এর উদ্যোগে আগামী ১৪-১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৮-এ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে 'বেসিস সফটএক্সপো ২০০৮' অনুষ্ঠিত হবে।

দুশোর বেশি প্রতিষ্ঠান ও ৫টি দেশ অংশ নিচ্ছে

দেশের সর্ববৃহৎ সফটওয়্যার এবং তথ্যপ্রযুক্তি প্রদর্শনী হিসাবে পরিচিত বেসিস সফটএক্সপো ২০০৮-এ সফটওয়্যার ও তথ্যপ্রযুক্তি খাতের দেশি-বিদেশি দুশোটির বেশি প্রতিষ্ঠান অংশ নিচ্ছে। এসব সফটওয়্যার ও আইটি এনাবলড্ সার্ভিস প্রতিষ্ঠানগুলো বিজনেস সফটওয়্যার, আউটসোর্সিং, মাল্টিমিডিয়া, অ্যানিমেশন ও গেমস, মোবাইল ও ওয়্যারলেস অ্যাপি-কেশন, ই-কমার্স, ই-গভর্নেন্স, হার্ডওয়্যার টেকনোলজি, টেলিকমিউনিকেশন ও নেটওয়ার্কিং এবং আইসিটি উন্নয়নবিষয়ক বিভিন্ন সফটওয়্যার পণ্য তুলে ধরবে। 'বেসিস সফটএক্সপো ২০০৮'-এ দেশের বিভিন্ন সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে ৫টি দেশ অংশ নিচ্ছে। দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, ইউকে, ফ্রান্স এবং জাপান। তা ছাড়া সুইডেন, জার্মানি, ইউএসএ'র অংশগ্রহণের সম্ভাবনা রয়েছে।

ডেনমার্ক : থিম কান্ট্রি

এবারের মেলায় থিম কান্ট্রির মর্যাদা পেয়েছে ডেনমার্ক। আর পার্টনার অ্যাসোসিয়েশনের মর্যাদা পেয়েছে ডেনমার্কের তথ্যপ্রযুক্তি খাতের প্রধান সংগঠন আইটিবি। আইটিবি হলো ডেনমার্কের সফটওয়্যার, আইটি এবং টেলকো খাতের নেতৃত্বদানকারী ৪৮০টি কোম্পানির সংগঠন। দেশটির আইটি সেক্টরের ৯৫% টার্নওভার এই সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত কোম্পানিগুলোর মাধ্যমে এসে থাকে। আইবিএম/ইকনোমিস্টের র‍্যাঙ্কিং-এ ডেনমার্ক বিশ্বের প্রথম আইটি ব্যবহারকারী দেশ।

get. gain. grow.

এবারের মেলার থিম লোগো

মেলার যত আয়োজন

এবারের সফটওয়্যার মেলা ১১টি জোনে বিভক্ত থাকবে। এসব জোনে পণ্য ও সেবা প্রদর্শনীর পাশাপাশি মেলায় সেমিনার, ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হবে। এ ছাড়া বিজনেস ম্যাচ মেকিং এবং দেশীয় তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নে কার্যকর পন্থা এবং প্রতিবন্ধকতা ও আউটসোর্সিংয়ে দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর অংশগ্রহণবিষয়ক সেমিনার, মেলার পাশাপাশি অনুষ্ঠিত হবে। মেলায় এসে দর্শকরা সফটওয়্যার বিশ্বের সর্বশেষ আপডেট সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন।

আসছেন হাই-প্রোফাইল বিদেশি প্রতিনিধি ও প্রতিষ্ঠান

মেলা উপলক্ষে বিভিন্ন দেশ থেকে আইটি খাতের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ বাংলাদেশ সফর করবেন। ১৪-১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০০৮-এ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিতব্য 'বেসিস সফটএক্সপো ২০০৮'-এ মূল বক্তা (কী নোট স্পিকার) হিসাবে উপস্থিত থাকবেন আইটিবির সহ-সভাপতি হেনরিক ইজডি। তা ছাড়া স্থানীয় সফটওয়্যার কোম্পানি এবং আইটি এনাবলড সার্ভিসেস প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে পারস্পরিক সমঝোতা ও অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে এ দেশের ক্রমবর্ধমান তথ্যপ্রযুক্তি খাতে ব্যবসায়িক সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য ডেনমার্কের বেশ কিছু সফটওয়্যার এবং তথ্যপ্রযুক্তি কোম্পানির প্রতিনিধি সফটএক্সপো উপলক্ষে বাংলাদেশ সফর করবেন। উলে-খ্য, বাংলাদেশে ইতিমধ্যে বেশ কিছু ডেনিশ-বাংলাদেশি আইটি পার্টনারশিপ গড়ে উঠেছে। তা ছাড়া ইউকে ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্টও বেসিস সফটএক্সপোতে বুথ দেবে। তারা বাংলাদেশের সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে ব্রিটেনের সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠানগুলোর

দেশে তৈরি সফটওয়্যারগুলোর ব্যবহার আমাদের দেশে বৃদ্ধি করার প্রয়োজন

টি আই এম নুরুল কবির *পরিচালক, বেসিস*

সাপ্তাহিক ২০০০ : বাংলাদেশের সফটওয়্যার শিল্পের বর্তমান অবস্থা কেমন?

টি আই এম নুরুল কবির : গত এক দশকে বাংলাদেশের সফটওয়্যার শিল্প অনেক এগিয়ে গেছে। এখন আমাদের দেশে অনেক ভালো ভালো সফটওয়্যার তৈরি হচ্ছে। বাংলাদেশ বর্তমানে অন্যান্য দেশের সঙ্গে যৌথভাবে সফটওয়্যার তৈরিতে কাজ করছে। আমাদের তৈরি সফটওয়্যার বিদেশে ভালো চাহিদাও তৈরি হয়েছে এবং সফটওয়্যার তৈরিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভালো আগ্রহ রয়েছে। সরকার যদি দেশি সফটওয়্যারগুলোর ব্যবহার বৃদ্ধিতে এগিয়ে আসে তাহলে চাহিদা তৈরির সঙ্গে সঙ্গে এর মার্কেটও বিস্তৃত হবে।

২০০০ : আমাদের দেশে সফটওয়্যার শিল্পের প্রধান বাধাগুলো কী কী?

নুরুল কবির : বর্তমানে সফটওয়্যার শিল্পে দুটি প্রধান বাধা হচ্ছে– ইন্টারনেট এখনও অনেক ব্যয়বহুল এবং সফটওয়্যার নির্মাণে যে পরিমাণ দক্ষ জনশক্তি দরকার তার অপ্রতুলতা। এছাড়া দেশে তৈরি সফটওয়্যারগুলোর ব্যবহার আমাদের দেশে বৃদ্ধি করার প্রয়োজন। এর ফলে ব্যবহার বৃদ্ধির সঙ্গে সফটওয়্যারের চাহিদাও বাড়বে।

২০০০ : আপনি তো বেসিস সফটএক্সপো ২০০৮-এর কনভেনর। মেলায় কী প্রত্যাশা আপনাদের?

নুরুল কবির : মেলার মাধ্যমে সারাদেশের মধ্যে সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে যে কাজ হয়েছে, যতটুকু অগ্রগতি হয়েছে তা সমন্বিতভাবে দেশের মানুষ ও বিদেশী প্রতিনিধিদের সামনে তুলে ধরার একটা সুযোগ তৈরি হচ্ছে। প্রদর্শনীর পাশাপাশি বাংলাদেশে সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে অগ্রগতি ছাড়াও বিদ্যমান সমস্যা ও সম্ভাবনার বিষয়গুলো সেমিনার ও ওয়ার্কশপের মাধ্যমে তুলে ধরার সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে। বিদেশী প্রতিনিধি বা যেসব প্রতিষ্ঠান মেলায় অংশগ্রহণ করছে, তারা বাংলাদেশের এ ক্ষেত্রটির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে এবং এক্ষেত্রে কাজ করতে আসবে কি না এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারছে। অর্থাৎ দেশের মধ্যে এবং দেশের বাইরে তথ্য আদান-প্রদানের মাধ্যমে এ বিষয়টি সম্পর্কে জানার এবং নিজেদের অবস্থানকে তুলে ধরার একটা সুযোগ তৈরি করেছে এই মেলা।

মধ্যে সংযোগ স্থাপনে সহায়তা দেবে।

প্যারিস চেম্বারও এবারের সফটএক্সপোতে স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার হিসাবে অংশ নেওয়া ছাড়াও একদল প্রতিনিধি পাঠাচ্ছে। প্রতিনিধি দল বাংলাদেশে এসে তাদের আউটসোর্সিং পার্টনার খুঁজে দেখবে। ফিনল্যান্ডের একদল প্রতিনিধিও বেসিস সফটএক্সপো ২০০৮ উপলক্ষে বাংলাদেশ সফর করে বিজনেস ম্যাচ মেকিংয়ের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখবে। এ ছাড়াও জাপান এক্সটার্নাল ট্রেড অর্গানাইজেশনও স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার হিসাবে মেলায় অংশ নেবে। তাছাড়া মেলা চলাকালীন নেদারল্যান্ডসের বিখ্যাত আইটি কনসালট্যান্ট পল তিয়া বাংলাদেশ সফর করবেন।

একনজরে বেসিস সফটএক্সপো '০৮

দুশোটির বেশি প্রতিষ্ঠান এবং এক লাখের বেশি দর্শক মেলায় অংশ নেবে।

৫টি দেশ : ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, ইউকে, ফ্রান্স এবং জাপান অংশ নেবে। তাছাড়া সুইডেন, জার্মানি, ইউএসএর অংশগ্রহণের সম্ভাবনা রয়েছে।

দেশ ও বিদেশি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিজনেস ম্যাচ মেকিং অনুষ্ঠিত হবে।

প্রতিদিন সেমিনার ও ওয়ার্কশপ।

মেলার থিম কান্ট্রি ডেনমার্ক। আর পার্টনার অ্যাসোসিয়েশন হচ্ছে আইটিবি।

স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার হচ্ছে : দি ডেনিশ ফেডারেশন অব স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম সাইজড এন্টারপ্রাইজেস, ইউকে ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট, প্যারিস চেম্বার, জাপান এক্সটার্নাল ট্রেড অর্গানাইজেশন

দর্শক সমাগম হবে এক লাখ

দেশীয় তথ্যপ্রযুক্তি সংশি-ষ্ট সফটওয়্যারবিষয়ক সর্ববৃহৎ প্রদর্শনী হিসাবে বেসিস সফটএক্সপো ইতিমধ্যে দেশীয় পরিম লে ব্যাপক জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে। প্রতিবছরই বাড়ছে এর দর্শকসংখ্যা। দর্শকরা মেলায় এসে সফটওয়্যার বিশ্বের সর্বশেষ আপডেট সম্পর্কে অবহিত হতে পারছেন। এবারের মেলায় এক লাখের বেশি দর্শক সমাগম হবে বলে আয়োজক প্রতিষ্ঠান বেসিস আশা প্রকাশ করছে। উলে-খ্য, বেসিস সফটএক্সপোতে বিগত দিনে প্রায় আড়াই লাখের বেশি দর্শক এসেছিলেন।

মেলার থিম : গেট, গেইন, গ্রো

'সফটএক্সপো ২০০৮'-এর স্লোগান নির্ধারণ করা হয়েছে গেট, গেইন, গ্রো। স্লোগানের মূলমন্ত্র হলো, আইসিটির বিশাল সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে দেশকে একটি ই-নেশন বা তথ্যপ্রযুক্তিসমৃদ্ধ জাতিতে পরিণত করা। উল্লেখ্য, হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে দেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাত আজ অনেকদূর এগিয়ে গেছে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি ও আইটি এনাবলড সার্ভিস খাতের সামর্থ্য প্রমাণিত হয়েছে। এখন সময় তথ্যপ্রযুক্তি খাতের প্রবৃদ্ধিকে আরও বাড়িয়ে তোলার।

বাংলাদেশের সফটওয়্যার শিল্প

দেশের সফটওয়্যার খাত বিকাশে বেসিস এবং সফটএক্সপোর ভূমিকা অপরিসীম। মূলত সফটএক্সপোর কারণেই দেশীয় সফটওয়্যারের ব্যবহার অনেক বেড়েছে, জনপ্রিয় হয়েছে। ইতিমধ্যে, সফটওয়্যার মেলার মাধ্যমে বেশকিছু বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে স্থানীয় সফটওয়্যার কোম্পানি এবং আইটি এনাবলড সার্ভিস প্রতিষ্ঠানগুলোর পাস্পরিক সমঝোতা ও অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবসায়িক চুক্তি হয়েছে। এটা দিন দিন বাড়ছে। আশা করা হচ্ছে, আগামী দিনে বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে স্থানীয় সফটওয়্যার কোম্পানি এবং আইটি এনাবলড সার্ভিস প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্পর্ক আরও মজবুত হবে।

বর্তমানে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ আইসিটি বাজারের পরিমাণ প্রায় ১১ বিলিয়ন টাকা। আশা করা হচ্ছে, ২০০৮ সালে এটা বেড়ে ৩০ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়াবে। বড় বড় ই-গভর্নেন্স প্রজেক্ট, ব্যাংকিং সলিউশন, ই-কমার্স ইন্টিগ্রেশন, টেলিকমিউনিকেশন অ্যাপি-কেশনের মাধ্যমে এই প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে।

স্থানীয় সফটওয়্যার কোম্পানি এবং আইটি এনাবলড সার্ভিস প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে পাস্পরিক সমঝোতা ও অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে এ দেশের ক্রমবর্ধমান তথ্যপ্রযুক্তি খাতে ব্যবসায়িক সম্ভাব্যতা যাচাই - এ মেলা আয়োজনের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য। আমাদের আশা, আমাদের সফটওয়্যার ও তথ্যপ্রযুক্তি খাতের সামর্থ্য সফটএক্সপোর মাধ্যমে বিশ্ব দরবারে উঠে আসুক।